জেরাল্ড কার্শ-এর

কমরেড ডেথ

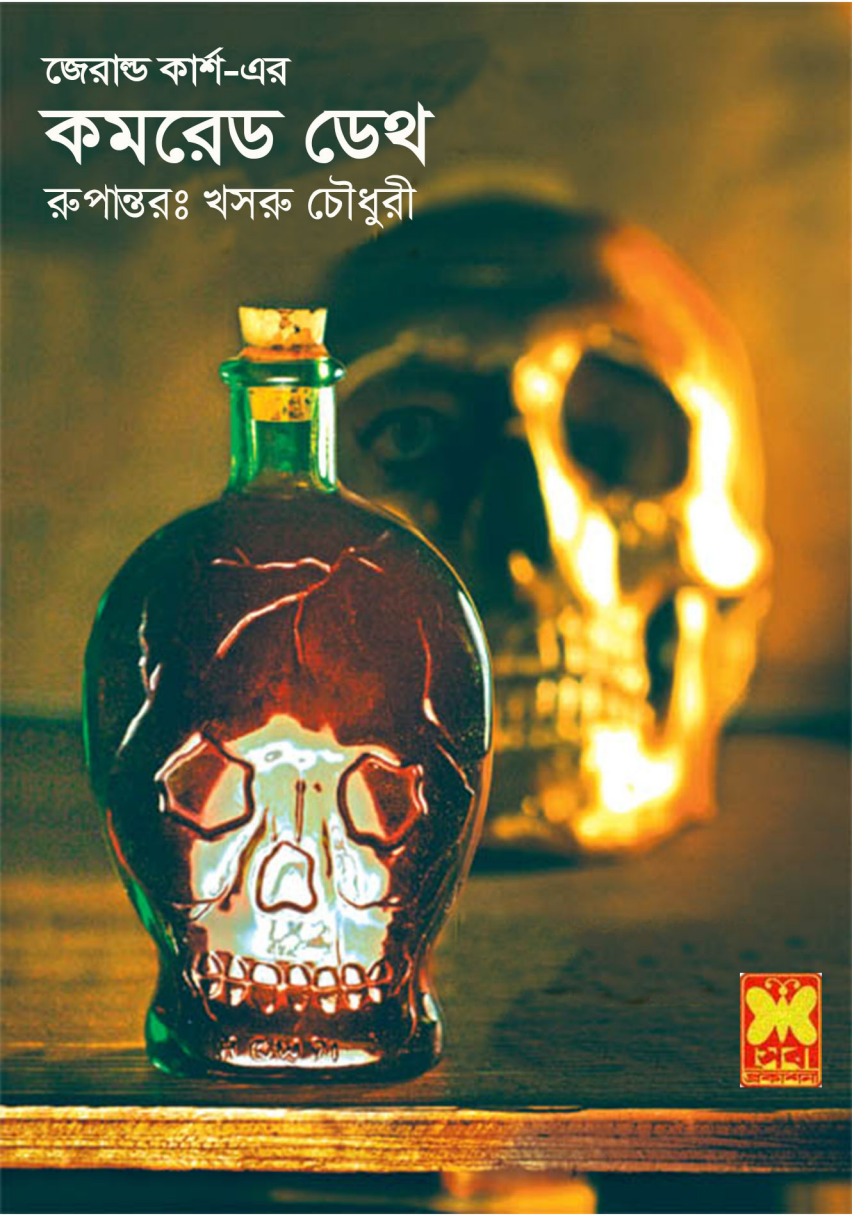

রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

কমরেড ডেথ

মূল : জেরাল্ড কার্শ
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

আড়ি পেতে কথা শোনার ব্যাপারে সারেক একজন ওস্তাদ লোক, কিন্তু পাশের টেবিলে বসা লোক দুটোর কথা শোনার জন্যে তাকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হলো। অসংখ্য ক্যাবের চাকা আর ঘোড়ার খুরের তীব্র খটাখট শব্দ ভেসে আসছে রাস্তা থেকে।

চুরুটে টান দিতে ভুলে গেল সারেক; ধোঁয়ায় জ্বালা করতে লাগল চোখ। এমনকী পাতা বন্ধ করতেও ভুলে গেল সে, নীল ধোঁয়ার মেঘের ভেতর দিয়ে স্থির হয়ে রইল অন্যমনস্ক, ভাবশূন্য একজোড়া লাল টকটকে চোখ। পাথরের মূর্তির মত বসে রইল সে। শুধু–'আমরা প্রপ্যাগ্যাণ্ডার মাধ্যমে ক্ষমতা পেতে পারি'–এই কথাটা কানে আসতে তার মধ্যে জীবনের চিহ্ন দেখা গেল। দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল সে। শেষমেশ আলাপ শেষ করে একজন উঠে চলে যেতে সে মাথা ঘোরাল অন্যজনের দিকে :

'কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম জোসেফ পাশেক্কা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা?'

'হ্যাঁ। আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'আমার নাম সারেক, হেকটর সারেক, স্কাইরকেট আয়রন মাংগারি কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ। আপনি আমার সম্বন্ধে কী ভাববেন জানি না, কিন্তু আপনারা এত জোরে জোরে কথা বলছিলেন যে, দু-একটা কথা না শুনে পারিনি।'

'শুনেছেন, বেশ করেছেন। তাতে কী হয়েছে?'

'মি. পাশেক্কা,' বলল সারেক, 'কোন কোন ঘটনা যেমন হঠাৎ করে ঘটে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে আপনি হয়েছেন শ্রমিকদের নেতা! আপনি ভদ্রলোক, তাই বিদ্রোহ করতে চান টেবিলে বসে। ক্ষমতা দখল করতে চান শুধুমাত্র প্রপ্যাগ্যাণ্ডার মাধ্যমে। তা বেশ, তা বেশ। যতদূর মনে হয়, আপনাদের প্রচারপত্রগুলো আমি পড়েছি একবার। খুবই বুদ্ধিদীপ্ত, খুবই শিক্ষামূলক, কিন্তু কথা ছাড়া ওতে আর কিছু নেই। শুধু কথায় কোন কাজ হয় না। সার, দরকার হয় একটা বুলেটের–' এমন ভঙ্গিতে আঙুলগুলো ছুঁড়ল সারেক, যেন বুলেটের ঘায়ে কারও মগজ ছিটকে পড়ছে।

'আসলে আপনি কী চান, বলুন তো?'

'আপনাকে বোঝাতে চাই যে, শুধু বক্তৃতায় কোন কাজ হয় না। বক্তৃতার চেয়ে বুলেটের ক্ষমতা অনেক বেশি। সুতরাং আপনার প্রয়োজন হলো–বুলেট।'

পাশেঙ্কা হাসলেন। বললেন, 'যদি টোপ ফেলে আমাকে দিয়ে অপরাধ করিয়ে নেয়ার জন্যে আপনাকে পাঠানো হয়ে থাকে, তা হলে বলব, এই কাজের জন্যে আপনি খুব একটা সুবিধের নন!'

'আরে না, না! আপনার সাথে কোন চালাকি করতে আসিনি। আমি সাদাসিধে ব্যবসায়ী মানুষ। এই দেখুন আমার কার্ড : সারেক, স্কাইরকেট আয়রনমাংগারি। বিশ্বাস করুন, নোংরা রাজনীতির কোন প্যাঁচ কষতে আসিনি; সে প্রতিভাও আমার নেই। কিন্তু এটা জানি, রাজনীতি করতে গেলে বুলেট অপরিহার্য। রাশিয়ান স্টাইলে ছোটখাট দু-একটা সন্ত্রাসমূলক কাজ করতে পারেন। কল্পনাও করতে পারবেন না, এগুলো আপনার দলকে কতখানি অর্থনৈতিক ও নীতিগত সমর্থন জোগাবে। জনপ্রিয় নয় এমন দু-একজন মন্ত্রীকে শেষ করে দেন–'

'অপরাধে প্রলুব্ধ করার জন্যে আমার কাছে আসা আর দশটা লোকের সাথে আপনার কোন পার্থক্য নেই।'

'–বোমা' খুব ভাল জিনিস, কিন্তু কেমন যেন স্থূল। এটা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যও নয়; হয়তো দেখা গেল, অযথা অন্য লোককে মেরে বসে আছে। কিন্তু বাস্তববাদী কোন মানুষ নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারে রিভলভার!'

'কিন্তু বোমা আর রিভলভার দিয়ে আমি কী করব?'

'বোমা নয়; শুধু রিভলভার। আপনাকে আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি। ছোট ছোট অস্ত্রে সজ্জিত করুন আপনার সমর্থকদের। তা হলে যে কোন জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্যে আপনি তৈরি হয়ে গেলেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রায়ই অশান্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু সম্পূর্ণ শান্ত থাকে ক্রীগার রিভলভার। আর, সেজন্যেই এই জিনিসটির প্রতি আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করাতে চাই। কথা যখন উঠেছেই, জেনে রাখুন, প্রেসিডেন্ট সাদকো নিহত হয়েছিলেন ক্রীগার রিভলভারের গুলিতে। এই রিভলভার তৈরি হয় তিনরকম ক্যালিবারে–.৩২, .৩৮ আর .৪৪। অবশ্য মহিলাদের উপযোগী শুক্তির বাঁটওয়ালা চমৎকার একটা ছোট্ট .২২ ক্যালিবারও পাওয়া যায়। বুলেট পাওয়া যায় দু-রকমের–নরম সীসের আর নিকেল-কোটেড। নিকেল-কোটেড বুলেটের ভেদক্ষমতা বেশি, কিন্তু নরম সীসের বুলেট বড় ক্ষত তৈরি করে ; যার ফলে লক্ষ্যভেদে সামান্য তারতম্য হলে কিছু এসে যায় না। প্রেসিডেন্ট সাদকো মারা পড়েছিলেন ক্রীগার নিকেল-কোটেড বুলেটে, তাঁকে ভেদ করে বিশ ফুট পেছনে দাঁড়ানো একজন সৈন্যকে আহত করে ছিল গুলিটা। যে কোন মারাত্মক জায়গায় আঘাত হানার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্তে ক্রীগার বুলেটের ওপর নির্ভর করতে পারেন। ক্রীগারের তুলনা একমাত্র ক্রীগারই। একবারে বেশি জিনিস নিলে অনেক সস্তায় দেয়া হয়, সাথে বিনা-মূল্যে গরুর চামড়ার একটা হোলস্টার। একবার ভেবে দেখুন! প্রত্যেকটা রিভলভারের সাথে একটা করে হোলস্টার–'

'আপনি কি পাগল নাকি!' বললেন পাশেঙ্কা।

'মোটেই না,' জবাব দিল সারেক। 'আমি একজন বাস্তববাদী মানুষ। আপনি শুধু বক্তৃতা দিয়ে আপনার শত্রুকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন না। অস্ত্রের প্রয়োজন আপনার হবেই। এবং সেক্ষেত্রে ক্রীগার দিয়ে নিজেকে সজ্জিত

করাটাই–'

হঠাৎ কুঁচকে উঠল পাশেঙ্কার গম্ভীর মুখ। হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

'আপনি নিশ্চয় বলতে চান না, রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মানুষ রিভলভার সাথে রাখবে?'

'কেন রাখবে না?' বলল সারেক। 'অসুবিধেটা কোথায়? ওটা তো সাথে রাখারই জিনিস, তাই না?'

'আগ্নেয়াস্ত্রসহ পথিক!' চিৎকার দিয়ে উঠলেন পাশেঙ্কা, হাবভাবে মনে হলো এর মধ্যে তিনি যেন দারুণ হাস্যকর কিছু খুঁজে পেয়েছেন। 'ওহ ঈশ্বর! রিভলভার! বুলেট! রিভলভারসহ পথিক! এরকম হাস্যকর কথা আমি জীবনে শুনিনি! হা-হা-হা হা-হা!'

'এতে মোটেই হাসির কিছু নেই,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সারেক। 'আপনি বরং আমার কার্ডটা রেখে দিন; হয়তো প্রয়োজন হতে পারে; কে কখন কার প্রয়োজনে লাগবে কেউ বলতে পারে না।'

'ধন্যবাদ।' ফ্রক কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে উঠে দাঁড়ালেন পাশেঙ্কা। গভীরভাবে লক্ষ করলেন সারেককে, কিন্তু চ্যাপ্টা, অদ্ভুত মুখ, কোঁচকানো ঠোঁট আর নিষ্প্রাণ ধূসর চোখজোড়া দেখে কিছুই বুঝতে পারলেন না। ইতস্তত করতে লাগলেন পাশেঙ্কা; হাসি বন্ধ হয়ে গেছে, সূক্ষ্ম একটা অস্বস্তি দখল করে নিচ্ছে মন।

'আপনি যদি অস্ত্র বিক্রেতা হন,' শেষমেশ বললেন তিনি, 'তা হলে অবশেষে আপনার স্থান হবে কারখানায় বা পাগলাগারদে।'

'হতে পারে,' শান্ত গলায় বলল সারেক।

ঠিক এইসময় একটা মেয়েকে আসতে দেখা গেল ক্যাফের দিকে, মাথা থেকে হ্যাট খুলে সারেক এগিয়ে গেল তাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

বসল দুজনে।

'তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে,' বলল সারেক। 'কারখানা থেকে কেবল ফিরলে?'

'হ্যাঁ,' বলল মেয়েটি। 'বেশ খাটুনি গেছে আজ।'

'আচ্ছা, এখন শোন, কোজিমা ; শেরির সাথে একটা ডিম মিশিয়ে খাওয়া উচিত তোমার, ওতে ক্লান্তি যায়। ঠিক আছে? তারপর আমরা দুজনে ডিনার করব গ্রীগোরিয়েফ-এ। ঠিক আছে?' সারেকের কণ্ঠ অনেকটা সজীব শোনাল; চেহারাতেও বেশ প্রাণ ফিরে এসেছে। কিন্তু কোজিমা মাথা ঝাঁকাল।

'দুঃখিত, আমি এখানে এসেছি জ্যানোসের সাথে দেখা করতে,' বলল সে।

'তা হলে তো আমার আর জিদ করা উচিত নয়,' বলল সারেক। 'তুমি তো একবার বলেছ যে, তুমি আমাকে ভালবাস না। সত্যি কি তাই?'

সম্মতিসূচক মাথা দোলাল কোজিমা।

'বেশ। তুমি আমাকে ভালবাস না। ভালই তো। তুমি জ্যানোসকে ভালবাস?'

একইভাবে আবার মাথা দোলাল কোজিমা।

'তুমি শেকড়-বাকড় ভালবাস?' জানতে চাইল সারেক।

'মানে, কী বলতে চাও?'

'শেকড়-বাকড় খেয়ে দেখো, ওর মধ্যেই খুঁজে পাবে প্রকৃত ভালবাসা,' সারেকের কণ্ঠে বিদ্রূপের আভাস।

'এভাবে কথা বলা উচিত নয় তোমার। জ্যানোস একদিন বিরাট শিল্পী হবে।'

'হুম! আমি হয়তো একদিন তার চেয়েও বিরাট হব।' চুরুটের ঘন ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে অপলকে চেয়ে রইল সে।

এইসময় হাজির হলো জ্যানোস, ধপাস করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

'তোমরা "বিরাট" নিয়ে যেন কী সব বলছিলে?' জানতে চাইল সে।

'কোজিমা বলছিল, তুমি বিরাট শিল্পী হতে যাচ্ছ,' জবাব দিল সারেক। 'আর আমি বলছিলাম, আমি হব তারচেয়ে বড়।'

'শিল্পী হিসেবে?' মৃদু হেসে বলল জ্যানোস।

'না। ওই প্রতিভা আমার নেই।'

'তোমার লোহার ব্যবসা কেমন চলছে?'

'খুব ভাল। স্কাইরকেট আয়রন-মাংগারি কিনে নিয়েছে ক্রীগারেরা। এখন আমি ওদের হয়েই কাজ করছি।'

'ক্রীগার? ওরা তো বন্দুক তৈরি করে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি লাঙল আর যন্ত্রপাতি বিক্রি চালিয়ে যাবে?'

'না। এখন আমি আরও প্রগতিশীল কাজে হাত দেব। অর্থাৎ, বিক্রি করব অস্ত্র।'

'প্রগতিশীল!' চিৎকার দিয়ে উঠল জ্যানোস, তার কণ্ঠে খানিকটা উত্তেজনা। 'এর মধ্যে তো প্রগতির কিছুই দেখছি না। লাঙল আর যন্ত্রপাতি তোমাকে শান্তি এনে দিয়েছে। বন্দুক বেদনা অথবা মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না।'

'তুমি আদর্শবাদী,' বলল সারেক। 'অবশ্য আদর্শবাদী হওয়া খুবই ভাল। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস তুমি ঠিক বুঝতে পারো না। পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, গতিই হলো জীবন। এক দেশের সাথে আরেক দেশের যুদ্ধ হয়–পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিসের মত এই যুদ্ধও কোন দেশের পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় ভাল, আবার কোন দেশের পক্ষে খারাপ। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার খাতিরে দেশে দেশে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। অস্ত্রই ক্ষমতার উৎস। তাই অস্ত্র আমি পছন্দ করি। তুমি সব সময় বস্তুর ওপর মানসিক বিজয়ের কথা বলো; এটাও তুমি খুঁজে পাবে অস্ত্রের মাধ্যমে। ট্রিগারে আঙুল রেখে শত্রুর দিকে অস্ত্র নিশানা করলেই বুঝতে পারবে, বস্তুর ওপর মনের বিজয় কাকে বলে। মাত্র কয়েক বছর আগেও তাদের ছিল শুধু গাদা বন্দুক, অথচ এখন তারা তৈরি করছে ক্রীগার মেশিনগান–'

'ক্রীগার মেশিনগানটা কেমন?'

'এটা একেবারে নতুন জাতের একটা জিনিস। মিনিটে তিনশো বুলেট ছোঁড়ে একনাগাড়ে–র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট–এরকম। খেতে যে ভাবে শস্য কেটে শুইয়ে দেয়া হয়, তেমনি অসংখ্য মানুষকে তুমি শুইয়ে দিতে পারবে মাত্র একটা মেশিনগানের সাহায্যেই।'

'এই বন্দুকটাকেই কি পার্কে দেখানো হবে বুধবারে?'

'বলতে পারি না। ফ্রান্সের একটা কারখানা প্রথমে দেখাবে তাদের সারকনফ্লেক্স গান। ওঅর অফিসের সমস্ত অফিসারই আসবে ওখানে।'

'আমার মনে হয়, এটা একটা জঘন্য অস্ত্র। মানুষকে কি কেউ শস্যের মত শুইয়ে দিতে চায়?'

'ঠিক জানি না। কিন্তু যদি সে প্রয়োজনই পড়ে, কাজটা আধুনিক পদ্ধতিতে দক্ষতার সাথে করাই ভাল, তাই না?'

'মানুষ হত্যায় তোমার কোন কিছু যায় আসে না?' জানতে চাইল কোজিমা।

'না,' পরিষ্কার জবাব দিল সারেক ; চূড়ান্ত ঘৃণার একটা ভঙ্গি করল জ্যানোস।

'যত ঘৃণাই করো, বর্তমানকে তোমাদের মেনে নিতেই হবে,' বলল সারেক। 'মেশিনগানের ব্যবসাতে এখন টাকার ছড়াছড়ি। তোমরা বরং দেখতে এসো বুধবারে। বিরাট একটা মিলিটারি ব্যাণ্ডেরও আয়োজন করা হয়েছে–'

'আমার মোটেই আগ্রহ নেই,' বলল জ্যানোস। 'আমি সৃষ্টিতে বিশ্বাসী, ধ্বংসে নয়।'

'আর তুমি, কোজিমা?' জানতে চাইল সারেক।

'আমিও।'

'সাপের মতো হিস হিস করে উঠল সারেক, 'আচ্ছা! তোমরা, শিল্পীরা, নিজেদের কী ভাব, বল তো! ক্যান ভাসের একটা টুকরোর ওপর নগ্ন নারীদেহের ছবি আঁকা পর্যন্তই তো তোমাদের সৃষ্টির দৌড়!'

'কোজিমা, ওঠো,' বলল জ্যানোস।

চলে গেল দুজনে। পাথরের মূর্তির মত বসে রইল সারেক; ক্রমাগত চুরুটের ধোঁয়া লেগে লেগে চোখ দুটো হয়ে গেল রক্তের মত।

বধুবার সারেক কনস্ট্যানটাইন পার্কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারকনফ্লেক্স গানের বিক্রেতাদের কার্যকলাপ দেখছিল। প্রকাণ্ড একটা সাদা টার্গেট দাঁড় করানো হয়েছে। এখন নল লাগানো হচ্ছে মেশিনগানে।

ধীরে ধীরে জড়ো হচ্ছে সরকারী অফিসার আর সাংবাদিকেরা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কোভাসের কাছে দাঁড়িয়ে কথা শুনছে সারেক। গোল হয়ে দাঁড়ানো জেনারেলদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছুটা বিরক্তির সাথে প্রতিবাদ করছিলেন কোভাস :

'স্বচক্ষে দেখার আরেক নাম বিশ্বাস। অস্ত্রটা বড় বেশি ভাল। যদি ঠিক-ঠাক কাজ করে, যুদ্ধের ব্যাপারে বিপ্লব আনবে ওটা।'

'যদি কাজ করে,' বললেন একজন বয়স্ক অফিসার। 'যদি। ওই লোকটাই কি আবিষ্কার করেছে এটা?'

'ঈশ্বর জানেন,' বললেন কোভাস। 'ওর কথা বোঝা অসম্ভব। বিড়বিড় করে কথা বলছে জঘন্য ফরাসীতে। আর, এত দ্রুত বলে যে, সে এটার আবিষ্কর্তা নাকি বিক্রেতা, সে-কথা বলতে পারে একমাত্র শয়তান। "মঁসিয়ে"–এই শব্দটা ছাড়া, ওর কথার আর কিছুই বুঝতে পারিনি। যাই হোক, ঠিকমতো কাজ করলে অস্ত্রটা আমি কিনবো। না হয় ধরে নেবো, স্বয়ং শয়তানই ওটা আবিষ্কার করেছে।'

'চারপাশে নজর বোলাল সারেক। ভাড়া করে আনা ব্যাণ্ড পার্টিটা একটা

অর্ধবৃত্ত তৈরি করে দাঁড়িয়েছে। একজন বাদক পরীক্ষামূলক একটা সুর ছেড়ে তার নিজস্ব মাউথপীসটার কার্যকারিতা লক্ষ করছে...

'চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল সারেকের মাথায়। কল্পনার এই আকস্মিকতায় বজ্রাহত মানুষের মত এক মুহূর্তের জন্যে সারা শরীর অবশ হয়ে গেল তার। চুরুট ছুঁড়ে ফেলে, জনতার ভিড় ঠেলে, ব্যাণ্ড কণ্ডাকটরের একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়ান সে।

'আপনারা কখন বাজনা শুরু করবেন?' জানতে চাইল সে।

'ভদ্রলোকের বক্তৃতা শেষ হবার সাথে সাথে।'

কখন শুরু হবে?'

'বক্তৃতা

'মেশিনগান দেখানোর পরপরই।'

'শুনুন,' ফিসফিস করে বলল সারেক, 'পাঁচশো ক্রোনেন আয় করতে চান?'

'আচ্ছা...কী ভাবে?'

'বক্তৃতার পরপরই আপনাকে বাজনা শুরু করতে বলা হয়েছে, তাই না? এখন শুনুন। আপনি বাজনা শুরু করবেন বক্তৃতা শুরু হবার সাথে সাথে। মিলিটারি মার্চ পাস্টের সুর বাজাবেন খুব জোরে। পাঁচ মিনিট বাজাবেন, আমি আপনাকে দেব পাঁচশো ক্রোনেন!'

ইতস্তত করতে লাগল কণ্ডাকটর।

'ছশো,' বলল সারেক।

'আটশো করুন।'

'ঠিক আছে।' পকেট থেকে নোট বের করল সারেক। 'আপাতত পাঁচশো রইল ; বাদবাকিটা কাজের পরে।'

'ধন্যবাদ, সার।' চোখের পলকে নোটটা পকেটে চালান করে দিল কণ্ডাকটর।

'কোন চালাকি করবেন না। যত জোরে বাজানো সম্ভব বাজাবেন। পুরো পাঁচ মিনিট ধরে। ঠিকঠাকমত শেষ করুন কাজটা, একহাজার ক্রোনেন পাবেন।'

'ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দেন।'

'বক্তা প্রথম শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে।'

'আমার ওপর ভরসা রাখুন!'

নিজের জায়গায় ফিরে গেল সারেক। হৃৎপিণ্ডটা ধক ধক করছে : মাথাটা কলারের আড়ালে অদৃশ্য করে ফেলল সে।

হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত লোক।

টপ টপ করে ঘাম গড়িয়ে পড়তে লাগল সারেকের চোখে।

ডেমনস্ট্রেটর হাঁটু গেড়ে বসে, নিশানা ঠিক করে, চাপ দিল ট্রিগারে।

আকস্মিক তীব্র শব্দে যেন কেঁপে উঠল গোটা জায়গাটা। লাইন ধরে বেরোতে লাগল বুলেটের ঝাঁক। ধোঁয়ার একটা মেঘ ঝাপটা মারল পেছনে দাঁড়ানো দর্শকদের চোখেমুখে। সাদা টার্গেটটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বুলেটের ঘায়ে। ফুটোর একটা লাইন দেখা গেল: তারপর আরেকটা লাইন, তারপর আরেকটা।

আসলে ডেমনস্ট্রেটর বিশাল একটা K তৈরি করছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

কোভাসকে শ্রদ্ধা জানাতে।

'আশ্চর্য!' নিজের নামের আদ্যাক্ষর দেখে ভীষণ খুশি হয়ে মন্তব্য করলেন কোভাস।

দম বন্ধ করল সারেক। চিৎকার দিয়ে উঠল ডেমনস্ট্রেটর :

'ভদ্রমহোদয় এবং মহোদয়াগণ, এখন একহাজার বুলেট দিয়ে আমি তৈরি করব একটা ক্রুশ!'

আবার গর্জে উঠল মেশিনগান। নলটা ওপর দিকে উঠে গেল, একটু থেমে নীচে নেমে এল, তারপর ঘুরল বাম থেকে ডানে। সাদা টার্গেট বোর্ডের ওপর পরিষ্কার ফুটে উঠল একটা ক্রুশ। হ্যাট খুলতে লাগল দর্শকেরা।

উঠে দাঁড়াল ডেমনস্ট্রেটর, দর্শকদের অভিবাদনের জবাবে ওপরে তুলল গ্রীজ লেগে কালো হয়ে যাওয়া দুই হাত। প্রশংসার ঝড় ছুটছে চারদিকে। গলা পরিষ্কার করল সে।

'উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ–'

ব্যাণ্ড পার্টির দিকে চেয়ে দেখল সারেক–কণ্ডাকটর ব্যাটন তুলছে মাথার ওপরে–

'–আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই–'

দাঁতে দাঁত চাপল সারেক–লম্বা দম নিল মোটা একজন বংশীবাদক; বুক ফুলে উঠল তার–

'এই অস্ত্র যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনবে! এটা–'

নেমে এল কণ্ডাকটরের ব্যাটন, কানে তালা লেগে গেল মার্চ পাস্টের গগনবিদারী সুরে।

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে গলা ফাটাল সারেক :

'ক্রীগার মেশিনগান!' কোভাসের দিকে ঘুরল সে : 'মহামান্য নিশ্চয় সীসে দিয়ে লেখা K অক্ষরটা দেখেছেন। ওই K মানে ক্রীগার! ক্রীগার মেশিন-গান একজন লোককে একটা দলের সমান শক্তি জোগায়। ক্রীগার মোশন-গান একমিনিটে ছোঁড়ে তিনশো বুলেট! আপনার এবং আপনার শত্রুর মাঝখানে চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকুক ক্রীগার মেশিনগান!'

জনতার মাঝখান দিয়ে সাংবাদিকেরা ছুটল নিজ নিজ অফিসের দিকে। আরও চড়ল ব্যাণ্ডের শব্দ। বিশ গজ দূরে থেকে কণ্ডাকটরের উদ্দেশে চেঁচাতে লাগল ডেমনস্ট্রেটর, কিন্তু তার সমস্ত কথা হারিয়ে গেল ব্যাণ্ডের গর্জনে।

'ক্রীগার? আমি ভেবেছিলাম সার-কনফ্লেক্স,' চিন্তিত স্বরে বললেন কোভাস।

'ভুল ভেবেছিলেন, মহামান্য সার,' বলল সারেক।

'যাকগে। ক্রীগার হোক বা সানকনফ্লেক্স হোক, অস্ত্রটা কিনছি আমি,' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন কোভাস। যে কোনও সফল মানুষ এমন একটা কাণ্ড ঘটায়, যাতে জীবনযুদ্ধের অর্ধেক জয় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কোভাস ক্রীগার মেশিনগানের একটা বিরাট চালান নেয়ার পর থেকে সারেককে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। ওই ঘটনার দশ-বছর পর সারেক এসেছে দক্ষিণ আমেরিকার গডিমা-র প্রেসিডেন্ট পাঞ্চো পাবলোর সাথে দেখা করতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যবসায়িক আলাপ শুরু হলো দুজনের।

'পরিস্থিতি মারাত্মক,' বললেন পাঞ্চো পাবলো। 'খুব শিগগিরই যুদ্ধ শুরু হবে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। এতে হয় গডিমা শেষ হবে নয়তো কন্ট্রাবোনো।'

'শক্তি কিন্তু আপনাদেরই কম,' বলল সারেক।

'কথা তো ওখানেই–আমরা বেশ দুর্বল। অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকেও আমাদের অবস্থা শোচনীয়। ওদের রাইফেলগুলো উন্নতমানের। আমাদের ফিল্ডগান মাত্র আটটা। ওদের সতেরোটা। একেবারে কাঁচা চিবিয়ে খাবে আমাদের।'

'যুদ্ধের একটা সাধারণ কৌশল হলো, দুর্বলেরা আক্রমণ চালাবে আগে,' বলল সারেক। 'যত দেরি করবেন, তত আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়বেন। শেষে দেখা যাবে, যুদ্ধ ছাড়াই ওরা জয় করে নিয়েছে আপনার দেশ। সুতরাং অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করুন।'

'সাহস পাই না। সৈন্যবাহিনীতে কয়েক হাজার সৈন্য বাড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু কী দিয়ে সাজাব তাদের? ম্যাচেট আর কাস্তে দিয়ে? অস্ত্র কেনার মত টাকাও নেই আমার।'

'যদি আমি আপনার সেনাবাহিনীকে ক্রীগার রাইফেল, ক্রীগার মেশিনগান আর ক্রীগার কামান দিয়ে সাজিয়ে দেই? যদি গোলাবারুদ সরবরাহ করি প্রচুর পরিমাণে? মোট কথা, যদি যুদ্ধটা আপনাকে জিতিয়ে দেই?'

'ওহ্, সিনর! আমার জন্যে যদি এটুকু করেন!'

'আসুন, এখন বন্ধুত্বপূর্ণভাবে একটা চুক্তি করি আমরা,' খুব শান্ত গলায় বলল সারেক। 'দু-একটা জিনিস আমার দরকার। যেমন–নাইট্রেট; পেরো-র নাইট্রেট বেডগুলো আমাকে দিয়ে দেন দশ বছরের জন্যে। আর দরকার রাবার; অ্যাগুইলার রাবার ফরেস্টটা দিয়ে দেন বছর পাঁচেকের জন্যে। এ ছাড়া, যুদ্ধে জেতার পর কন্ট্রাবোনোর তামার খনিগুলোর কিছু অংশ। আমি দেখছি, কত অস্ত্র আপনার প্রয়োজন। কন্ট্রাবোনোকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট অস্ত্র আর গোলাবারুদ আমি আপনাকে দেব। এমনকী, দক্ষ টেকনিশিয়ান আর অফিসারও পাঠাব। ঠিক আছে?'

'আপনি বড় বেশি চাইছেন,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'আমি কখনও দর কষাকষি করি না,' বলল সারেক। 'আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে তিনমাসের মধ্যে কন্ট্রাবোনোকে হারাতে পারবেন; গ্রহণ না করলে আপনাদের হারাতে কন্ট্রাবোনোর লাগবে তিন সপ্তাহ। এখন সব আপনার ইচ্ছে, আমি শুধু বন্ধু হিসেবে একটা প্রস্তাব দিলাম মাত্র। এই ব্যাপারে কোন রকম জিদ করার ইচ্ছে আমার মোটেও নেই।'

'হুম...'

'একলাখ রাইফেল, দুশো মেশিনগান; সর্বাধুনিক বিশটা ফিল্ডগান; একটা মহাদেশকে শেষ করে দেয়ার মত যথেষ্ট গোলাবারুদ!'

'আপনি নিশ্চিত যে, আমরা জিতব?'

'সম্পূর্ণ নিশ্চিত,' জবাব দিল সারেক। 'আমি এই নিশ্চয়তাও দিচ্ছি যে, অস্ত্রের সম্পূর্ণ চালান আপনাদের হাতে এসে না পৌঁছা পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হবে না।'

'তারপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব কন্ট্রাবোনোর ওপর,' স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন পাঞ্চো পাবলো। 'সিনর সারেক, আমি প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম; কিন্তু আপনি যেন স্বর্গ থেকে এলেন দয়ার দেবদূত হয়ে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! এবার আমি কন্ট্রাবোনোকে ছুঁড়ে ফেলব প্রশান্ত মহাসাগরে।'

তিনদিন পর সারেককে দেখা গেল কন্ট্রাবোনোর প্রেসিডেন্ট জুয়ান অ্যামা-রিলোর অফিসে।

সারেক বলল, 'আপনার কাছে আর লুকিয়ে কী হবে, খোলাখুলিই বলি। দক্ষিণ আমেরিকা এসেছিলাম হাওয়া বদল করতে। কিন্তু গডিমা ও কন্ট্রাবোনোর পরিস্থিতি লক্ষ করে বুঝলাম, কিছু ব্যবসা হতে পারে। আমার ইচ্ছে ছিল পাঞ্চো পাবলোর সাথে দেখা করার, কিন্তু জানতে পারলাম, তিনি অস্ত্র কিনছেন সারকনফ্লেক্স কোম্পানীর কাছ থেকে–'

'কী?'

'হ্যাঁ। ইতিমধ্যেই তিনি অর্ডার দিয়েছেন পঞ্চাশ হাজার রাইফেল, কিছু মেশিনগান আর সম্ভবত কয়েকটা কামানের।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'আপনাকে সত্যি কথাই বলছি। এখন আপনার উচিত নিজেকে শক্তিশালী করা।'

'খুব শিগগির আমি গডিমা আক্রমণ করব।'

'এই কথাটা আপনার চিন্তা করা উচিত ছিল ছয়মাস আগেই। অনেক দেরি করে ফেলেছেন; ওরা ইতিমধ্যেই লড়ার মত যথেষ্ট অস্ত্র পেয়ে গেছে। আসলে, ওরা অস্ত্র পাচ্ছে আপনাদের আমার খনিগুলোর বিনিময়ে।'

'হায় ঈশ্বর!'

'হ্যাঁ, খুবই বাজে ব্যাপার। কিছু কিছু ফার্ম এরকম নোংরা চুক্তি করে–অস্ত্রের বিনিময়ে পণ্য। ক্রীগার এই ধরনের জঘন্য ব্যবসার ধার ধারে না।'

'কিন্তু এটা তো ভয়ানক ব্যাপার! আপনি ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ব্যবসায়ী। পরামর্শ দিন, এখন আমি কী করব?'

'দেখুন... গোটা বারো ফিল্ডগান আর কয়েক হাজার রাইফেল কিনতে পারেন আপনি। সারকনফ্লেক্সের চেয়ে ক্রীগারের অস্ত্র অনেক উন্নত। কিছু মেশিনগান কিনুন; এসব আধুনিক অস্ত্রই এখন চলছে। এখন যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ভর করে অস্ত্রের ওপর। ভাল, নির্ভরযোগ্য মেশিনগান আর কামান কিনুন। তাড়াতাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা করব আমি। মাত্র কয়েক মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে নিজেকে নিরাপদ করে তুলুন। যুদ্ধ আর পরাজয়ের বিপক্ষে অস্ত্র কাজ করে ইনস্যুরেন্স পলিসির মত। অস্ত্রই শক্তির উৎস। ক্রীগারের অস্ত্র কিনুন।'

'নগদ টাকা খুব বেশি নেই আমাদের।'

'এটা কোন ব্যাপারই নয়। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ওপর কিছু বাড়তি কর বসিয়ে দিন। কৃষকদের কাছ থেকে মাথাপিছু আদায় করুন দেড় ডলার করে। সমস্যা মিটে যাবে।'

'দাঁড়ান! অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন, কিছু বাড়তি অস্ত্র কেনার চিন্তাভাবনা আমিও করছিলাম। পদাতিক সৈন্য পৌনে দুই লাখ পর্যন্ত বাড়ানোর মত যথেষ্ট রাইফেল আর কিছু মেশিনগান...'

'এ ছাড়া, কয়েক হাজার নতুন সৈন্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের হাতে তুলে দেন পুরনো রাইফেল–'

'কিছু ঘোড়া জোগাড় করতে হবে অশ্বারোহীদের জন্যে...'

'তা ইলেই গডিমা আপনার পদানত হবে, সিনর অ্যামারিলো।'

এই সময় বাইরে থেকে ভেসে এল কাদের যেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠ।

বেঁটে, মোটা একজন সেক্রেটারি দরকার, কাছ থেকে মাথা বের করে বলল, 'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, একজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে ওদের হাতে।'

রাগে ফেটে পড়লেন অ্যামারিলো। 'গুপ্তচর? আবার গুপ্তচর? গডিমার নোংরা গুপ্তচর? কোথায় ধরা পড়ল?'

'গায়াকাম গিরিপথে। বসে বসে ছবি আঁকছিল।'

'এখনই নিয়ে এসো!' চিৎকার ছাড়লেন অ্যামারিলো। 'আমার সামনে। ওকে কুকুরের মত গুলি করে মারব, পাগলা কুকুরের মত।'

'এখনই আনছি, মহামান্য প্রেসিডেন্ট।'

কয়েকটা নিঃশব্দ মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর প্যাসেজ থেকে ভেসে এল পায়ের শব্দ।

'এই নিয়ে গত তিনমাসের মধ্যে ধরা পড়ল আটজন গুপ্তচর,' বললেন অ্যামারিলো।

দরজা খুলে গেল।

বেয়নেট পিঠে ঠেকিয়ে ঘরের ভেতরে হাজির করা হলো জ্যানোসকে। সারা শরীর নোংরা, কাপড়-চোপড় অগোছাল, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, হাত কেটে বসে গেছে হাতকড়া।

'এসব হচ্ছে কী?' চেঁচিয়ে উঠল জ্যানোস। 'চুপচাপ বসে ছবি আঁকছিলাম, হঠাৎ জনাছয়েক শয়তান গিয়ে ধরে নিয়ে এল আমাকে। আমি এর ব্যাখ্যা চাই।'

'আবার জবাবদিহি চাওয়া হচ্ছে!' গর্জে উঠলেন অ্যামারিলো। 'চুপচাপ ছবি আঁকছিলে, তাই না? না, চুপচাপ গুপ্তচরগিরি করছিলে! নোংরা গুপ্তচর কোথাকার! ঠিক করে বল, কেন গিয়েছিলে ওখানে?'

'আমি–'

'চুপ, কুকুর! জুয়ান, দেখাও তো ব্যাটা কী আঁকছিল। এই ব্যাটা, পাঞ্চো পাবলো পাঠিয়েছে তোকে, তাই না? গুপ্তচরগিরির মজা টের পাবি এবার! গুলি খেয়ে মরবি কুকুরের মত!

'আমাকে কেউ পাঠায়নি,' বলল জ্যানোস। 'আমি শিল্পী।'

'কী দোহাই একখানা! শিল্পী! মিথ্যুক কোথাকার! শিল্পীদের সাথে তোর চেহারার কোন মিল নেই। ছদ্মবেশের ধরন দেখো। কোট! দাড়ি! কোন পুরোহিতকে চাস নাকি, বল।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল জ্যানোস। পাগলের মত ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বোলাল সে। সারেকের ওপর চোখ পড়তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল, হেসে চেঁচিয়ে উঠল খুশিতে।

'সারেক! সারেক! চিনতে পারছ আমাকে? আমি জ্যানোস। হেকটর সারেক! আমার আর কোজিমার কথা নিশ্চয় মনে আছে তোমার? আমরা বিয়ে করেছি। নয় বছরের একটা ছেলে আছে আমাদের। তুমি থাকতে নিশ্চয় গুলি খেয়ে মরতে হবে না আমাকে, সারেক?'

সবাই চেয়ে আছে সারেকের দিকে।

'আপনি লোকটাকে চেনেন?' জানতে চাইলেন অ্যামারিলো।

'নিশ্চয় চেনে,' বলল জ্যানোস।

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সারেক বলল, 'বিখ্যাত হওয়ার এই হলো জ্বালা। সবাই পরিচিত মনে করে। লোকটাকে জীবনে এই প্রথম দেখলাম।'

'সারেক!' আর্তনাদ করে উঠল জ্যানোস। 'তুমি চেনো আমাকে! কোজিমার কথা মনে পড়ছে না তোমার–তুমি ওকে ভালবাসতে–আমাদের বিয়ে হয়েছে–একটা ছেলে আছে–'

'প্রলাপ বন্ধ করো,' বলল সারেক।

'নিয়ে যাও ওকে,' বললেন অ্যামারিলো। 'পুরোহিত চাইলে পাঠিয়ে দিও। তারপর ফায়ারিং স্কোয়াড।' জ্যানোসের আর্তনাদের শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে যেতে সারেকের দিকে ফিরে অ্যামারিলো বললেন, 'ব্যাটা গুপ্তচর কিনা, ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দেশের এই পরিস্থিতিতে কাউকে ছেড়ে দেয়া বিপজ্জনক... যাকগে, এখন আসুন, অস্ত্রগুলো সরবরাহের আলোচনাটা সেরে ফেলি...'

ইউরোপে ফিরে সারেক গেল কোজিমার কাছে।

কোজিমাকে দেখার সাথে সাথে বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল তার। সময় দু-হাত উজাড় করে সৌন্দর্য উপহার দিয়েছে কোজিমাকে। বিধবার পোশাক স্পষ্ট করে তুলেছে তার পাতলা কোমর। কালো পোশাকের ওপর আগুনের মত ছড়িয়ে আছে সোনালি চুলের গুচ্ছ।

'আমি তোমাকে কোনোদিনই ভুলতে পারব না,' চিরাচরিত শুকনো গলায় বলল সারেক।

'বেচারি জ্যানোসের কথা শুনেছ?'

'ওকে গুলি করার সময় আমি কন্ট্রাবোনোতেই ছিলাম। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ওকে বাঁচানোর। দশ হাজার ডলার ঘুষ পর্যন্ত দিয়েছি কয়েকজনকে, কিন্তু শেষমেশ কিছুই হলো না। সবসময় শুধু তোমার কথা মনে পড়ছিল।'

'ধন্যবাদ, হেকটর। তোমার যা করার তুমি করেছ। আমি তো জানি, খুবই নরম একটা মন আছে তোমার।'

সারেক আবার বলল, 'আমি সবসময় তোমার কথা ভেবেছি। বছরের পর বছর ধরে।' তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে সারেকের হৃদয়ে। বেরিয়ে আসার জন্যে মাথা কুটে মরছে এতদিনের অবরুদ্ধ আবেগ।

'এখন কী করছ তুমি?'

'মিলিনারিতে যোগ দিয়েছি আবার। বেশ ভাল কাজটা।'

'খুব শক্ত।'

'ওতে আমার কিছু যায় আসে না। যা আয় হয়, ওটো আর আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

'কোজিমা, আমার কথা শোনো। অনেক টাকা জমিয়েছি আমি–লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু কখনোই টাকাকে খুব একটা বড় কিছু মনে করিনি। দু-বেলা খাবার, একটা বিছানা আর কয়েকটা ভার্জিনিয়া চুরুট, এর বেশি আমি আর কিছু চাই না। আমার ক্ষমতা আছে, প্রতিপত্তি আছে। টাকার জন্যে মাথা না ঘামালেও নিজের অজান্তেই আমি যেন টাকা তৈরির একটা যন্ত্রে পরিণত হয়েছি। কোজিমা, আমি ভীষণ একা। তাই বলছিলাম কি, চলো না, আমরা বিয়ে করে ফেলি।'

'বিয়ে... ঠাট্টা করছ?'

'আমি কখনোই কারও সাথে ঠাট্টা করি না–ঠাট্টা করার মত প্রতিভা আমার নেই।'

'কিন্তু, হেকটর–আরও তো অনেক ভাল ভাল মেয়ে আছে–তাদের কাউকে–'

'কোজিমা, বোঝার চেষ্টা করো, আমি তোমাকে ভালবাসি। দেখো, ভালবাসার কথা কেন জানি সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারি না আমি। সবার দ্বারা তো সব কাজ হয় না। তুমি 'অনেক ভাল মেয়ে'র কথা বলছ। কিন্তু খুব ছোট মনের মানুষ আমি। একটা ছাড়া দশটা কথা কখনোই ভাবতে পারি না। একটা জিনিস আমি চাই, সেটাকেই পেতে চেষ্টা করি। গত দশ বছর ধরে আমি শুধু তোমাকেই চেয়ে আসছি। ভোলার অনেক চেষ্টা করেছি তোমাকে। পারিনি। যখন অস্ত্র বিক্রি শুরু করলাম, লাঙলের সাথে সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল ; যেদিন থেকে তোমাকে ভালবাসতে লাগলাম, আর কোন মেয়েরই অস্তিত্ব রইল না আমার জীবনে। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'হেকটর, তোমার ওপর পুরো ভরসা করতে পারি না।'

'কোজিমা,' চেঁচিয়ে উঠল সারেক। 'আমি ঠাট্টা করছি না। আমি চাই, তুমি আমাকে বিয়ে করো।'

'তুমি চাইলেই তো আর আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি না। কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি না।'

'কেন বাস না?'

'কারণ, আমি ভালবাসি জ্যানোসকে।'

'কিন্তু জ্যানোস তো মারা গেছে। তার আর কোনও অস্তিত্ব নেই। যার অস্তিত্ব নেই, তাকে নিশ্চয় তুমি ভালবাসতে পারো না।'

'এই ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝবে না। আমি এখনও ওকে ভালবাসি, যদিও আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি না...'

ভয়ঙ্কর একটা রাগ আগুন ধরিয়ে দিল সারেকের ভেতরে। তবু, নিজেকে কোনোমতে সামলিয়ে সে বলল :

'কেঁদো না। কেঁদে কোন লাভ নেই। শোনো, কোজিমা। তোমার একটা

ছেলে আছে। ভেবে দেখো ওর জন্যে আমি কত কী করতে পারি। তুমি যদি আমাকে খুব একটা ভাল না-ও বাসো, তবু তো তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারো। অনেকেই এভাবে বিয়ে করছে। তুমি জ্যানোসের স্মৃতির কাছে সৎ থাকতে চাও, এই তো? তাতেও কোন অসুবিধে নেই। আমাকে ভালবাসতে হবে না তোমার। কিন্তু বিয়ে করতে দোষ কী?'

'না।'

সারেক একটু থামল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে। তারপর যখন চোখ তুলল, আতঙ্কে কেঁপে উঠল কোজিমা।

'বেশ,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সারেক। 'এখন শোনো। তুমি আমাকে ভালবাস না। খুব ভাল কথা এখন যা বলব, তা শুনে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে। তোমাকে বলেছিলাম, জ্যানোসকে বাঁচানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমি বরং মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি ওকে। সেই সময় আমি প্রেসিডেন্টের সাথেই ছিলাম, আমার মুখের একটা কথায় হয়তো ওর জীবন রক্ষা পেত। কিন্তু আমি কিছুই বলিনি। ও একবার অপমান করেছিল আমাকে... তা ছাড়া, সে তোমাকে পেয়েছে। অথচ আমি ভাবতাম, তোমাকে পাবই একদিন না একদিন। শুনছ? প্রেসিডেন্ট জানতে চাইছিলেন, আমি ওকে চিনি কি না। আমি বলেছি–চিনি না। শুনছ আমার কথা? জ্যানোস আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে করুণা ভিক্ষা চাইছিল। আমি তখন চুরুট টানছিলাম। আর, এটা করার জন্যে কোন রকম অনুতাপ নেই আমার। বুঝেছ? বুঝতে পেরেছ? ওভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছ কেন? এখন নিশ্চয় ঘৃণা করছ আমাকে?'

'না,' বলল কোজিমা। 'কারণ, তুমি মিথ্যে বলছ।'

'যা বলেছি, তার প্রত্যেকটা অক্ষর সত্য।'

'না, হেকটর। তা হতে পারে না। অতখানি ভয়ঙ্কর একটা কাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। না। তোমার যা খুশি বলতে পারো কিন্তু একটা কথাও আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। আমি সবসময় ভাবব, ওকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছ তুমি। কাউকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব। আমি তো জানি, খুবই নরম একটা মন আছে তোমার।'

জীবনে প্রথমবারের মত নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়ল সারেক। প্রচণ্ড ক্ষোভে পানি এসে গেল চোখে। অক্ষম রাগে মেঝেতে পা ঠুকল সে। কিন্তু কোজিমার পরের কথাগুলো কানে যেতে তার মনে হলো, কেউ যেন দম বন্ধ করে ফেলল গলার ভেতর বরফ ঢেলে দিয়ে।

কোজিমা বলছিল, 'আহা! আমি বুঝতে পারছি, এরকম কথা বানিয়ে বলতে কতটা কষ্ট পাচ্ছে বেচারি হেকটর!'

শক্তিশালী মানুষের দুর্বলের কাছে হেরে যাওয়ার যন্ত্রণাটা যে কত নারকীয়, হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল সারেক। বোকার কাছে ধূর্তের পরাজয়, সরলতার কাছে পাপের মাথা নত হয়ে যাওয়া–এই মানসিক যন্ত্রণার বুঝি কোন তুলনা নেই। ক্রীগারের নরম সীসের বুলেটের যন্ত্রণা সৃষ্টি করার ক্ষমতা এর কাছে একেবারেই তুচ্ছ। মনে হলো, সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে।

শেষমেশ সে কোনোমতে বলতে পারল:

'কোন্ সাহসে তুমি আমাকে করুণা করতে চাও? এত সাহস তুমি পেলে কোথায়? তুমি...'

'দেখতেই পাচ্ছো,' অত্যন্ত নরম গলায় বলল কোজিমা, 'তোমাকে আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি। হেকটর, সোনার মত একটা হৃদয় আছে তোমার। দুঃখের বিষয়, তুমি সেটা সবাইকে দেখাতে চাও না–'

দু-হাতে কান ঢেকে কোজিমার বাড়ি থেকে ছুটে পালাল সম্পূর্ণ পরাজিত সারেক।

মদ সে খায় না বললেই চলে। কিন্তু সেদিন কাছের একটা ক্যাফেতে ঢুকে চোখের পলকে শেষ করে ফেলল একটা ডাবল কনিয়াক। তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে ডুবে গেল গভীর চিন্তায়, ধোঁয়া ক্রমাগত ঝাপটা মারতে লাগল মুখে...

ক্ষীণ হাসল সে, পিট পিট করল চোখ।

ফিসফিস করে যেন নিজেকেই শুনিয়ে বলল, 'আজ থেকে মৃত্যুই হবে সারেকের একমাত্র সঙ্গী।'

আরেকটা কনিয়াকের অর্ডার দিল সে।

ওই ঘটনার পর কেটে গেছে চল্লিশ বছর। ভীষণ বুড়িয়ে গেছে সারেক। শুকনো হাত-পা ও তোবড়ানো গালে তার চেহারা হয়েছে ভয়াবহ। বড় বড় কানওয়ালা মাথাটা যেন মূর্তিমান যমের। অনেক সম্মান জুটেছে তার কপালে। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাকে পরিণত করেছে মহান মানুষে। বিশেষ কোন পর্ব এলে সবগুলো মেডেল বুকে ঝোলায় সে। এখন সে এত ধনী যে টাকা কীভাবে খরচ করবে, বুঝে উঠতে পারে না। হাসপাতাল আর পাগলাগারদে মোটা চাঁদা দেয়, এতিমখানা তৈরি করে। শুধু তা-ই নয়, আহত মানুষ, পাগল আর এতিমের জোগানও দেয় সে। রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদে তার বাস। রোলস-রয়েসকে এমন কিছু দামী গাড়ি মনে করে না সে। ইউরোপের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে তার বিভিন্ন রকমের কারবার। কিন্তু এখনও সে সম্পূর্ণ একা। প্রতিদিন সকাল আটটায় অফিসে যায়; জীবনধারণ করে সেদ্ধ মাছ, বিসমুথ ট্যাবলেট আর পার্গ্যাটিভ খেয়ে। এখনও সে খায় দু-পেনির চুরুট। এই মুহূর্তে সে মিটিং করছে ছয়টা দেশের ছ-জন ডিরেকটরের সাথে। চুরুটটা ফেলে দেয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনি। লম্বা একটা টেবিলের পাশের গদি-মোড়া চেয়ারে বসে চিঁ চিঁ করে বক্তব্য রাখছে সে:

'সুধীবৃন্দ, ক্রীগার মেশিনগানের প্রথম বড়সড় চালানের অর্ডার যেদিন পাই, সেদিনের আর আজকের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান। আর, এই সময়ের মধ্যে কী দ্রুতগতিতেই না উন্নতি লাভ করেছে সভ্যতা! মাত্র দশবছর আগেও যে অস্ত্র ছিল সর্বাধুনিক, আজ তা পরিণত হয়েছে প্রায় মধ্যযুগের অস্ত্রে। রাইফেলের ব্যবহার প্রায় উঠেই গেছে। খুব শিগগির সবচেয়ে কার্যকর মেশিনগানও হয়ে যাবে জাদুঘরের সামগ্রী। ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধটাকে মনে করা হত রীতিমত ভয়াবহ–'

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'

'আসলে ওটা কোন যুদ্ধই ছিল না। বুঅ্যার যুদ্ধটাকে বড়জোর "বুলেট ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা" বলা যেতে পারে। গুড়ুম-লুটিয়ে পড়ল একজন লোক-একে যুদ্ধ বলা যাবে? যত্তোসব ছেলেখেলা! রাশিয়া আর জাপানের যুদ্ধটা খানিকটা ভাল হলেও আহামরি কিছু ছিল না। সত্যিকারের আধুনিক যুদ্ধ হয় ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত।'

'ঠিক, ঠিক!'

'তারপর থেকে,' বলে চলল সারেক, 'দেশে দেশে শুরু হলো সভ্য মানুষের উপযুক্ত যুদ্ধ।' দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ছুটে চলল বুলেট। গোলাবারুদ পুড়তে লাগল টনকে টন।

'অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মতে, সত্যিকারের আধুনিক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে চল্লিশ বছর আগে। ছোট ছোট দুটো দেশ, গডিমা ও কন্ট্রাবোনো, দু-বছরব্যাপী যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে একেবারে শেষ করে দেয়। যুদ্ধে দু-পক্ষেই ব্যবহৃত হয় ক্রীগারের অস্ত্রশস্ত্র। এই যুদ্ধ থেকে একটা বিরাট শিক্ষা পেলাম।' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সারেক, একটা বিসমুথ ট্যাবলেট ফেলল মুখে। 'ভাবলাম, এক দেশ যুদ্ধ করবে আরেক দেশের সাথে, মাঝখান থেকে আমরা, অস্ত্র ব্যবসায়ীরা, পরস্পর প্রতিযোগিতা করে মরি। এর কোন যুক্তি নেই। আমাদের কাজ শুধু অস্ত্র বিক্রি করা। একই ফার্ম যদি প্রতিযোগী দু দেশের মধ্যে অস্ত্র বিক্রি করতে পারে-করুক। অসুবিধেটা কোথায়? ধীরে ধীরে সব ফার্মই উপলব্ধি করল ব্যাপারটা। মিটিংয়ের পর মিটিং হলো আমাদের মধ্যে। তারপর ১৯১৪ সালে আমরা খুঁজে পেলাম পুরোপুরি শান্তি।'

প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উঠল ডিরেকটরদের মধ্যে।

'হ্যাঁ, শান্তি নেমে এল আমাদের মধ্যে। ফলে, দেখা গেল, যুদ্ধরত দুই দেশ পরস্পরের দিকে ছুঁড়ছে ক্রীগার শেল। ক্রীগারের কামান ধ্বংস করে দিচ্ছে ক্রীগার ব্যাটারি; ক্রীগার মেশিনগানে সজ্জিত সেক্টর স্তব্ধ করে দিচ্ছে ক্রীগার হ্যাণ্ডগ্রেনেড। ক্রীগার রাইফেলধারী সৈন্যকে পিষে ফেলছে ক্রীগার ট্যাঙ্ক। ক্রীগার যুদ্ধ-জাহাজ উড়িয়ে দিচ্ছে ক্রীগার টর্পেডো। ক্রীগার সাবমেরিন গুঁড়ো করে ফেলছে ক্রীগার মাইন। বম্বিং করছে ক্রীগার প্লেন! সেই প্লেন লক্ষ্য করে গর্জে উঠছে ক্রীগার অ্যান্টি-এয়ারক্রাফটগান; এদিকে অর্ডারের পর অর্ডার স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে আমাদের কারখানাগুলোতে। স্বস্তির শ্বাস ফেললাম। কুকুরের মত হাড় নিয়ে আর কামড়াকামড়ি করতে হবে না অস্ত্রব্যবসায়ীদের।'

'ঠিক, ঠিক!'

যুদ্ধের পর মরহুম ব্যারন ক্রীগার আমাকে বললেন: 'সারেক, এই বুঝি শেষ। আর কোন যুদ্ধ লাগবে না। যুদ্ধের ভয়াবহতা টের পেয়ে গেছে প্রত্যেকটা দেশ।' কিন্তু জবাবে আমি বলেছিলাম, 'তাঁর চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। যুদ্ধ হবেই। পরে দেখা গেল, ভুল বলিনি।'

'হ্যাঁ,' সমস্বরে বলল সবাই।

'গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলা হয়নি এখনও।'

হিসহিস করে একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করল জাপানী ডিরেকটর, 'গ্যাস!'

'ঠিক বলেছেন। গ্যাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মানুষ হয়ে উঠল এরোপ্লেন-প্রেমিক। বুঝতে পারলাম, এর-পরেই তাদের ভালবাসা গড়াবে গ্যাসের দিকে। কারণ, প্লেন ও গ্যাস–দুটোই বাতাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তা ছাড়া, যারা প্লেন থেকে বোমা ফেলতে পছন্দ করে, তারা গ্যাস ফেলতেও পছন্দ করবে। সুতরাং আমি মনোযোগ দিলাম গ্যাসের প্রতি।'

চেয়ার টানার শব্দ হলো; সব ক-জন ডিরেকটর এগিয়ে এল সারেকের একেবারে কাছে।

'এরোপ্লেন-প্রেমিকদের গ্যাস-সচেতন করে তোলা এমন কঠিন কোন কাজ নয়,' বলল সারেক। 'এখন জনসাধারণ রীতিমত গ্যাস-সচেতন। আমাদের গ্যাস মুখোশ ক্রীগার ইমপেনিট্রেবলের প্রচণ্ড বিক্রিই তার প্রমাণ। অর্ডার আসছে গোটা ইউরোপ থেকে। নিজের নিজের দেশে এর খুচরা মূল্য নির্ধারণ করার ব্যাপারটা আমি আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। খুব শিগগির প্রত্যেকটা হার্ডওয়্যারের দোকানে পাওয়া যাবে ক্রীগার ইমপেনিট্রেবল মুখোশ। তিনরকমের মুখোশ ছাড়ছি আমরা। দু-বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্যে O_2; যাদের বয়স পাঁচ, তাদের জন্যে O_3; বেশি বয়স্ক ও মোটা মানুষদের জন্যে X_{13}।'

'ওমেগা গ্যাস দিয়ে পকেট গ্রেনেড তৈরির কথা কি ভেবেছেন কখনও?' জানতে চাইল ইটালিয়ান ডিরেকটর।

'খুব শিগগির তৈরি হবে ওটা,' বলল সারেক।

'ওমেগা গ্যাস খুব ভাল,' বলল জার্মান ডিরেকটর। 'একমাত্র ক্রীগার মুখোশই ওটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে।'

আমেরিকান ডিরেকটর বলল, 'ক্রীগার মুখোশ জনপ্রিয়তা লাভের পর থেকে...'

সারেক থামিয়ে দিল তাকে :

'যা নির্দেশ পাবার, পেয়ে গেছেন আপনারা। আজ আর কোনও কথা নয়। এখন আমি উঠব...'

ডিরেকটররা বিদায় নেয়ার সাথে সাথেই অবশ্য উঠল না সারেক। একগ্লাস দুধ নিয়ে এল ব্যক্তিগত অ্যাটেনড্যান্ট। কিন্তু সারেক খেলো না।

'মার্কো,' অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে বলল সারেক, 'আমি শেষ হয়ে গেছি রে। ভীষণ বুড়ো হয়ে গেছি। এই বয়সেও কাজের পেছনে আমাকে ছুটতে হবে কেন, বলতে পারিস? এতে আমি একটুও শান্তি পাই না।'

মার্কো কোন জবাব দিল না।

'আই অ্যাম গ্রেট!' চিৎকার দিয়ে উঠল সারেক। 'সারা পৃথিবী আমার কাছে মাথা নত করে! আমার আছে অস্ত্র, অফুরন্ত অস্ত্র। আর অস্ত্রই হলো সমস্ত ক্ষমতার উৎস। রাজা আর প্রেসিডেন্টরা আমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে। সরকারদের সাথে আমি যেরকম ব্যবহার করি, মানুষ কুকুরের সাথেও তারচেয়ে ভাল ব্যবহার করি। কিন্তু কেন করি এসব? সুখ যে পাই, তা-ও তো নয়। নিজেকে বরং ছোট মনে হয়। একটা মেয়ে, সোনালি চুলের একটা মেয়ের কাছে আমি হেরে গেছি, মার্কো। দারুণভাবে হেরে গেছি। আমি শপথ করেছি, ওকে পাবই একদিন না

একদিন। নিজেকে মেলে ধরেছি ওর সামনে। কিন্তু হাসতে হাসতে সে বুঝিয়ে দিয়েছে, সে আমার হবে না কোনোদিনও। লজ্জিত হয়েছি আমি। পালিয়ে এসেছি কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে। তারপরও অপেক্ষা করেছি আশায় আশায়। অনেক বছর পর সে এসেছিল আমার কাছে। তুই নিশ্চয় দেখেছিস। সে এসে বলল, 'প্রিয় হেকটর, ওরা আমার নাতিকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওকে বাঁচাও। পৃথিবীতে ও ছাড়া আমার আর আপন কেউ নেই।' আমি বললাম, 'না। একটা কথাও বলব না আমি। তোমার সবচেয়ে আপনজন মারা যাক। তা হলে হয়তো আমাকে আর করুণা না করে ঘৃণা করতে শিখবে তুমি।' ছেলেটাকে হত্যা করা হলো আমারই নির্দেশে। তখন সে বলল, 'তোমার নিশ্চয় কোনও উপায় ছিল না, নইলে, আমাকে অবশ্যই সাহায্য করতে তুমি। আমি তো জানি, খুবই নরম একটা মন আছে তোমার।' আজও সে করুণা করে আমাকে। মার্কো, এ-যে কী যন্ত্রণা! হৃৎপিণ্ডটা যেন কুরে কুরে খায়। নিজেকে ছোট মনে হয়, ভীষণ ছোট। আমি সম্পূর্ণ একা। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। ক্লান্তি ভর করেছে সারা শরীরে। ওহ্ ঈশ্বর। আমি যদি মরতে পারতাম!'

এবারও কোনও জবাব দিল না মার্কো। কারণ, জবাব দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে কথা বলতে পারে না, শুনতেও পায় না। আর সেজন্যেই, অন্তরের গভীরে লুকিয়ে রাখা সমস্ত কথা তার কাছে উজাড় করে দেয় সারেক, ঠিক যেমন একটা শিশু কথা বলে চলে তার পুতুলের সাথে।

সারেক বেল বাজিয়ে তার সেক্রেটারিকে ডেকে বলল:

'প্রেসিডেন্ট রোজমা আসার সাথে সাথে পাঠিয়ে দেবে এখানে।'

সারেকের দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে প্রেসিডেন্ট রোজমা বললেন, 'আরেকটা যুদ্ধ বুঝি শুরু হতে যাচ্ছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে সীমান্তে... রিভলভারের গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে...পোড়ানো হয়েছে আমাদের জাতীয় পতাকা... মোট কথা, আমরা খুব বিপদে আছি।'

'যুদ্ধপ্রিয় একজন প্রতিবেশী আছে আপনার,' বলল সারেক।

'ফুয়ারবচ? ও-তো মানুষ নয়–পিন খোলা বোমা।'

'ফুয়ারবচ কিন্তু উচ্চাভিলাষী মানুষ।'

'ব্যাটা শুধু নিজের দেশেরই নয়, সারা পৃথিবীর ডিকটেটর হতে চায়। সাধারণ মানুষকে ডিকটেটর করার পরিণাম দেখেছেন! কিছুই তো ছিল না ওর। তাই কোনকিছু হারাবার ভয়ও নেই। যা খুশি করে, পরিণামের কথা ভাবে না কখনও।'

'আসলে আপনি এসেছেন কেন, বলুন তো?'

'প্রতিরক্ষার ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তিত আছি। জানতে পেরেছি, প্রচুর পরিমাণে ওমেগা গ্যাস সংগ্রহ করেছে ফুয়ারবচ।'

'ঠিকই জেনেছেন। গ্যাসের আক্রমণের ভয় পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি। একটু ভেবে দেখুন। আমার ঘিঞ্জি শিল্পনগরীগুলোতে গ্যাস কী ভয়াবহ কাণ্ড ঘটাতে পারে! ঈশ্বর! ওই কথা কল্পনা করতেও ভয় লাগে।'

'ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখুন আর গ্যাস মুখোশগুলো রাখুন এয়ার-টাইট।

এখন বলুন, মুখোশ কতগুলো আছে?'

'প্রচুর পরিমাণে No-3 মুখোশ আছে আমাদের।'

'ওমেগা গ্যাসের বিপক্ষে কোনও কাজে লাগবে না No-3, ইচ্ছে করলে ওগুলো ফেলে দিতে পারেন এখন। ক্রীগার ইমপেনিট্রেবল কিনুন। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত যত গ্যাস আবিষ্কার করেছে, তার সবগুলোর বিপক্ষে এটা সম্পূর্ণ কার্যকরী।'

'আপনি যে কথাটা সহজে বলছেন, সেই কাজটা করা কিন্তু আমার পক্ষে বেশ শক্ত। মাত্র দু-বছর আগেই কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করেছি মুখোশের পেছনে।'

'যদি মুখোশ কিনতে না চান, একটা পয়সাও ব্যয় হবে না,' বলল সারেক 'পুরনো মুখোশ নিয়েই থাকুন। তারপর ওমেগা গ্যাস পড়লে লম্বা করে শ্বাস নেবেন, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা শেষ হয়ে যাবে চিরকালের মত।'

'আমি কথাটা এমনি বলেছি, কিছু মনে করবেন না,' কাঁচুমাচু করে বললেন রোজমা। 'অবশ্যই কিনব আপনাদের মুখোশ। দশ লাখ ইমপেনিট্রেবল। ওমেগা গ্যাসের বিরুদ্ধে এটা নিরাপদ, তাই না?'

'সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'ওমেগা গ্যাসও কিনব আমি।'

'তার চেয়ে মোরিবট কেনেন।'

'মোরিবট? সেটা আবার কী?'

'নতুন একটা কেমিক্যাল–এক জাতের পাউডার। শস্যের জমিতে একটু মোরিবট ফেলবেন, সমস্ত শস্য নষ্ট হয়ে যাবে। সামান্য ছিটিয়ে দেবেন তৃণভূমিতে, সাফ হয়ে যাবে গবাদিপশু। খাদ্য সরবরাহ বিকল করে দেয়ার ব্যাপারে এটার তুলনা নেই।'

'আমি একটু পরীক্ষা করে দেখব। পছন্দ হলে অবশ্যই কিনব। আমি শান্তি প্রিয় মানুষ; কিন্তু এই ফুয়ারবচটা হলো উন্মাদ, সাক্ষাৎ শয়তান।'

'ধরে নেন, ফুয়ারবচ শেষ। আপনি বলছেন, ও শয়তান। তা হলে ওর নিশ্চয়ই ল্যাজ আছে। আর, ও মারা যাবার পর ওর ল্যাজে ছিটানোর জন্যে অবশ্যই পবিত্র পানির প্রয়োজন হবে আপনার। ভাববেন না, সেটাও আমরা জোগাব। হাঃ হাঃ হাঃ...'

রোজমা চলে যাবার পর সেক্রেটারি এসে জানাল:

'হের ফুয়ারবচ এসেছেন।'

উত্তেজনার একটা কণা ঝিলিক দিয়ে উঠল সারেকের চোখে। সোজা হয়ে বসে আরেকটা চুরুট ধরাল সে। বলল, 'এখানে পাঠিয়ে দাও।'

একটু পরেই দরজার মুখে দেখা গেল ডিকটেটর ফুয়ারবচের বিশাল শরীর।

হেলমুথ ফন ফুয়ারবচ একজন লৌহমানব। তাঁর শরীর এবং মানসিকতা অনেকটা পাগলা হাতির মত। ছোট ছোট দুই নীল চোখে ফুটে আছে হিংস্রতা, মুখটা বাঘের মত সামান্য বাঁকানো। দুই কাঁধ লক্ষ করলেই বোঝা যায়, কী ভয়ঙ্কর শক্তি ধরে এই শরীর। তাঁর পিঠটা ঠিক দরজার মত। সোনালি চুলে ভরা ষাঁড়ের মত মাথাটা দেখলে মনে হয়, গুঁতো দেয়াই এটার কাজ, চিন্তা করা নয়।

সারেকের দিকে বিশাল একটা হাত এগিয়ে দিলেন ফুয়ারবচ, যে হাত ইচ্ছে করলে একটা বলদকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতে পারে।

'বসুন,' বলল সারেক। 'আপনার সাথে অনেক জরুরি কথা আছে।'

'তাই নাকি?' বললেন ফুয়ারবচ। 'কথাটা যদি রোজমার সম্বন্ধে হয়, বলার দরকার নেই। ওই বোকাটার কোন কথা জানতে বাকি নেই আমার। ভয়ে কাঁপছে ব্যাটা।'

'হ্যাঁ। ভয় পেয়েছেন রোজমা, এ-কথা ঠিক,' বলল সারেক। 'তিনি গ্যাস-মুখোশ কিনতে চান—ক্রীগার ইমপেনিট্রেবল।'

'বিক্রি করছেন?'

'নিশ্চয়, বিক্রি করব না কেন?'

'তা হলে আমার ওমেগা গ্যাসের কী হবে? আপনাদের মুখোশ পরে থাকলে তো এই গ্যাসে কোন কাজ হবে না।'

'এই কথা বলার জন্যে আপনাকে ডাকিনি।'

'তা হলে?'

'শুনুন,' বলল সারেক। 'রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে। টাকার কোনও শেষ নেই আমার। আর, সেই টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি পৃথিবীর সেরা বৈজ্ঞানিকদের। এই বিল্ডিংয়ের নীচে কী আছে জানেন? একটা ল্যাবরেটরি।'

'ল্যাবরেটরি!'

'হ্যাঁ। খুব গোপন জায়গা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা দিনরাত কাজ করে চলেছে ওখানে। আবিষ্কার করছে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব জিনিস। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, সেগুলো কতটা ভয়ঙ্কর বাজারে ছাড়া আমার সবশ্রেষ্ঠ অস্ত্রগুলোও এসবের তুলনায় একদম তুচ্ছ—'

'সেগুলো কী?'

'একটু দাঁড়ান। বলুন দেখি, আপনার জানামতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গ্যাস কোনটা?'

'ওমেগা গ্যাস।'

'ভুল। নেকরোজিন। এটার তুলনায় ওমেগাকে "তাজা বাতাস" বলতে পারেন। কোনও মুখোশের ক্ষমতা নেই নেকরোজিনকে আটকানোর। এটার কোনও অ্যান্টি-গ্যাস পর্যন্ত নেই।'

'বলেন কী!'

'ক্রীগার ইমপেনিট্রেবল এর বিপক্ষে সম্পূর্ণ অচল। একবার শ্বাস টানলেই ব্যস। পৃথিবীর কোনোকিছুই আর আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। বমি বমি ভাব, বমি, তন্দ্রা; পাঁচ মিনিটের ভেতরে মৃত্যু।'

'এরকম গ্যাস পেলে তো গোটা পৃথিবীটাকেই এনে ফেলতে পারব হাতের মুঠোয়!'

'গ্যাস বিক্রি করতে কোন অসুবিধে নেই। তবে, দাম যে সবচেয়ে বেশি দেবে—'

'আমি দেব সবচেয়ে বেশি দাম–যা চান। আমি শুধু চাই গ্যাস।'

'বেশ। মনে হচ্ছে, গ্যাসটা আপনাকেই দেব। কারণ, আপনার মত মানুষ আমার খুব পছন্দ।'

'তা হলে–'

'একমিনিট। আপনি যদি একনাগাড়ে ওভাবে টেবিলে ঘুসি মারতে থাকেন, আপনাকে বের করে দেয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না আমার। এমননিতেই স্নায়ু আমার খুব দুর্বল... এবার বলুন, আপনার জানামতে সবচেয়ে শক্তিশালী বিস্ফোরক কোনটা?'

'আলটিমন,' বললেন ফুয়ারবচ।

হেসে উঠল সারেক। 'আলটিমন! দূর দূর! এমন একটা বিস্ফোরক আবিষ্কার করেছি আমরা, যার তুলনায় আলটিমনকে বলা যেতে পারে পটকা।'

'কী? কী? কী সেটা?'

'ডিসইন্টেগ্রল।'

'সেটা আবার কী জিনিস?'

'এটা তৈরি হয়েছে "অয়েল অভ ডিসইন্টেগ্রেশন" থেকে। কী ভাবে এটা কাজ করে, তা এক রহস্য। আমরা এটার ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি জানি ; কিন্তু কার্যপদ্ধতি জানতে পারিনি।'

'ব্যবহার করলে ফল কেমন দাঁড়ায়?'

'এক মিলিগ্রাম ফেলা হয়েছিল একটা ইঁটের ওপর। গোটা ইঁটটা শুধু যে ধুলোয় পরিণত হয়েছিল তা-ই নয়, ধুলোগুলো পরিণত হয়েছিল বিস্ফোরকে।'

'হায় ঈশ্বর!'

'পরীক্ষা চালিয়ে বিস্ময়কর কিছু ফল পেয়েছি আমরা। একটা চিরুনির ওপর ফেলা হয়েছিল এক মিলিগ্রাম। কিছুক্ষণ পর চিরুনিটা বিস্ফোরিত হয়ে আট ফুট গভীর ও বিশ ফুট ব্যাসের একটা গর্ত তৈরি করেছিল। একটা ব্যালিস্টাইট কার্ট্রিজের ওপর আধ মিলিগ্রাম ডিসইন্টেগ্রল ঢেলে কার্ট্রিজটা পুঁতে দেয়া হয়েছিল একটা মাঠে। কিছুক্ষণ পর ভূমিকম্পের মত থর থর করে কেঁপে উঠেছিল আশপাশের সমস্ত জায়গা। একটা বিশাল গর্তে রূপান্তরিত হয়েছিল গোটা মাঠ।'

'বলেন কী!'

'লেক ক্রাকেনের পাশের ছোট্ট একটা দ্বীপে ডিসইন্টেগ্রল ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। দশমিনিট পর আর কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি দ্বীপটার। ধুলোর গুঁড়ো ঝরে পড়েছিল দশমাইল জুড়ে।'

'না, না!'

'হ্যাঁ। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এক টেকনিশিয়ানের হাতের ওপর পড়েছিল একফোঁটা ডিসইন্টেগ্রল। তারপর হাতটাই বিস্ফোরিত হয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল তাকে।'

এবারে সত্যি সত্যিই কেঁপে উঠলেন ফুয়ারবচ।

'যদি,' বলল সারেক, 'এরোপ্লেন থেকে একটা শহরের ওপর যদি ডিসইন্টেগ্রল ছিটিয়ে দেয়া হয়, গোটা শহরটাই পরিণত হবে প্রকাণ্ড একটা

বোমায়। তারপর বুম!–অদৃশ্য হয়ে যাবে শহর। ডিসইন্টেগ্রলের জন্যে পাথর আর ইঁট চমৎকার মাধ্যম। সত্যি বলতে কী, যে কোনও জৈব পদার্থই এটার মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে।'

আবার কেঁপে উঠলেন ফুয়ারবচ। ভয়ঙ্কর কোনও জয়ের স্বপ্নে দপ্ করে জ্বলে উঠল কুতকুতে দুই নীল চোখ।

'ডিসইন্টেগ্রল!' বললেন তিনি। 'এটা থাকতে আবার গ্যাসের আলোচনা করে কী লাভ? এটা পেলে পৃথিবীটাকেই অদৃশ্য করে দিতে পারি সৌরজগৎ থেকে।'

'ডিসইন্টেগ্রল বহন ও ছিটানোর জন্যে বিশেষ প্লেন ও অ্যাপারেটাস আছে আমাদের।'

'আমাকে দিন ওটা,' চোখ বড় বড় করে বললেন ফুয়ারবচ।

'অতটা বোকামি আমি করতে পারি না,' বলল সারেক।

'তা হলে ওটা দিয়ে কী করতে চান?'

'হাতে রেখে দেব,' বলল সারেক। 'এখন আপনাকে দেব নেকরোজিন। পরে হয়তে পৃথিবী উড়িয়ে দেয়ার একটা সুযোগ দেব আপনাকে। এখনই যদি ডিসইন্টেগ্রল বিক্রি করি, আমার নেকরোজিন কে কিনবে? তা ছাড়া, ডিসইন্টেগ্রল বিক্রি শুরু করার আগেই হাতে রেখে দেয়ার জন্যে ওটার চেয়েও ভয়ঙ্কর দু-একটা জিনিস আবিষ্কারের চেষ্টা করব। আশা করি বুঝতে পেরেছেন, আমি কী চাই।'

'মনে হয়, বুঝতে পেরেছি। নেকরোজিন নিশ্চয় দেবেন আমাকে?'

'দেব না, বিক্রি করব,' সারেক একটু থামল। রত্নখচিত সোনার কেস থেকে দু-পেনির আরেকটা চুরুট বের করে ধরাল সে। তারপর দুর্বল, অস্পষ্ট স্বরে বলে চলল, 'আমি বুড়ো হয়ে গেছি, ভীষণ বুড়ো। সারা শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে অসহনীয় ক্লান্তিতে, কিছুই আর ভাল লাগে না। তাই ভাবছি, সত্যিই একদিন ডিসইন্টেগ্রল দেব আপনাকে। তারপর, বন্ধু, বুম করে উড়ে যাবে পৃথিবী! হ্যাঁ, একদিন ঘটবেই এই কাণ্ড...'

'আজই নয় কেন?' জোর গলায় বললেন ফুয়ারবচ।

'না আজ নয়, বিড় বিড় করে বলল সারেক। 'কেন নয়, জানতে চাইবেন না... এখন আমি নীচে যাব। ধ্বংসকে আমি নিয়ে যেত চাই শিল্পের পর্যায়ে।'

'ঠিক আছে, দিতে চান না যখন... কিন্তু আপনার জিনিসগুলো অন্তত দেখান একটু...'

কোন জবাব না দিয়ে একটা বোতাম টিপল সারেক। তারপর চোখ উল্টে বসে রইল প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মানুষের মত। বাঁকা একটা কালো পাইপ ধরিয়ে জোরে জোরে টান দিতে লাগলেন ফুয়ারবচ। ধোঁয়ার নীল মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল দিগন্ত-প্রসারী সমতলভূমি...গ্যাস-প্রুফ সুট আর ক্রীগার ইমপেনিট্রেবল মুখোশ পরে এগিয়ে চলেছে মানুষ–হঠাৎ ভেসে এল গ্যাসের মেঘ–দম বন্ধ হয়ে মানুষ লুটিয়ে পড়তে লাগল একের পর এক। তারপর নেকরোজিন স্প্রে করতে করতে এগিয়ে এল একদল সৈন্য... ডিসইন্টেগ্রলের আঘাতে অর্ধেক উড়ে যাওয়া একটা শহরের

রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছে ফুয়ারবচের কালো লিমুজিন। চারদিক লাল হয়ে আছে রক্তে। ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষ ফুয়ারবচকে দেখে জোর করে মুখে ফুটিয়ে তুলছে শুকনো একটুকরো হাসি, অভিবাদন জানাচ্ছে ক্ষীণ কণ্ঠে...

'আহ!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ফুয়ারবচ।

সাদা কোট পরা একটা লোক এসে ঢুকল ঘরে। সারেক বলল, 'সব ঠিক আছে?'

'জ্বী।'

'ল্যাবরেটরিতে নিয়ে চলো আমাদের।'

মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে সামনে এগিয়ে চলল লোকটা। একটা ঘরে এনে দুজনকেই পরিয়ে দিল বিরাট ঢলঢলে সাদা সুট, মুখে এঁটে দিল অদ্ভুতদর্শন গ্যাস-মুখোশ। ফুয়ারবচের মনে হলো, তাঁকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে ভয়াবহ এক নিস্তব্ধতা। ঘামতে লাগলেন তিনি। নিস্তব্ধতা তাঁর কাছে মৃত্যুর শামিল। কথা বলার জন্যে কেবল মুখ খুলতে যাবেন, সাদা কোট পরা লোকটা ক্যানের পাশে সেঁটে দিল ছোট্ট একটা কালো চাকতি। তৎক্ষণাৎ ভীষণ শব্দে তাঁর কানে আছড়ে পড়ল সারেকের কণ্ঠ:

'এগুলো লাগানোর প্রয়োজন আছে। আমাদের ল্যাবরেটরি একটা অতি ভয়ঙ্কর জায়গা। সর্বোচ্চ নিরাপত্তা গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রতি সপ্তাহে আমাদের জনাপাঁচেক লোককে হারাতে হয়। প্রকৃতিধ্বংসী জিনিস নিয়ে কারবার আমাদের।'

'আমি কিছুতেই ভয় পাই না!' গলার কম্পন লুকানোর জন্যে চিৎকার দিয়ে বললেন ফুয়ারবচ।

তাঁদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল একটা লিফটের দরজা। নামতে লাগল লিফ্ট। নামছে তো নামছেই। মনে হলো, জায়গাটার যেন কোনও তলা নেই।

'শহরের ঠিক নীচ দিয়ে নেমে চলেছি আমরা,' বলল সারেক, 'ওপরের শহরটাকেই পৃথিবীর সব মানুষ চেনে, কিছু ত্যাঁদড় সংবাপত্র যার নাম দিয়েছে– ডেথ সিটি। কিন্তু মাটির নীচের এই শহরটার খবর রাখে না কেউই।'

'আমার বোধহয় ফিরে যাওয়াই ভাল,' বললেন ফুয়ারবচ।

'আপনার যা ইচ্ছে,' বলল সারেক। 'তবে, কাপুরুষদের আমি ঘৃণা করি।'

'পৃথিবীর কোন জিনিসকেই আমি ভয় পাই না,' গলা চড়ালেন ফুয়ারবচ। 'যাই হোক, এখানে আসার আগে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করেই এসেছি। তিনঘণ্টার মধ্যে ফিরে না গেলে আমার খোঁজে লোক আসবে। তারপরও আমার কোনও সন্ধান না পেলে আসবে তিনশো বোমারু বিমান।'

থেমে গেল লিফ্ট।

চূড়ান্ত স্তব্ধতা বিরাজ করছে সারেকের ভূগর্ভস্থ জগতে। গোটা জায়গাটার পরিবেশ মনে কেন জানি আতঙ্ক জাগায়। 'ল্যাবরেটরিটা তো আপনি মাটির ওপরে করলেও পারতেন,' বললেন ফুয়ারবচ। তারপরই এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়ল, হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। জলহস্তীর মত কী যেন একটা এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে।

হায় ঈশ্বর! এটা কি সত্যিই মানুষ? লোকটার চোয়াল এতই কালো আর

ফোলা যা কল্পকাহিনিকেও হার মানায়। মুখটা ফুলতে ফুলতে অদৃশ্য করে দিয়েছে নাক। ক্ষতবিক্ষত ভ্রূর নীচে জ্বলজ্বল করছে লাল টকটকে দুই চোখ। কথা বলার জন্যে হাঁ করতেই ফুয়ারবচ দেখলেন, একটা দাঁতও নেই মুখে।

'আমাদের ডক্টর ক্রোক,' বলল সারেক। 'ভয় পাবার কিছু নেই। সামান্য একটা দুর্ঘটনায় বেচারির ওই রকম অবস্থা হয়েছে। আমাদের ক্রোক পয়জন ওঁরই আবিষ্কার। দুঃখের বিষয়, অসাবধানতাবশত বিষের একটা সূক্ষ্ম কণা তাঁর চামড়া স্পর্শ করে। আর, তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন।'

'সূক্ষ্ম কণা!' আঁতকে উঠলেন ফুয়ারবচ। 'একটা ফোঁটা পড়লে কী দশা হত?'

'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গলে তরল পদার্থে রূপান্তরিত হতেন ডক্টর ক্রোক,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সারেক।

মুখোশের ভেতর দর দর করে ঘামতে লাগলেন ফুয়ারবচ। অন্ধের মত সারেকের পেছনে পেছনে এগোলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে সারেক বলল, 'মৃত্যু ওত পেতে আছে এই ঘরে।'

'মৃত্যু?'

'হ্যাঁ। এই ঘরেই আমরা রেখেছি নেকরোজিন।' আঙুল তুলে দেখাল সারেক। ফুয়ারবচ দেখলেন, থরে থরে সাজানো আছে অসংখ্য কালো পাত্র। 'এখানে যা নেকরোজিন আছে, শহরের সমস্ত লোককে শেষ করে দিতে পারে পনেরো মিনিটের মধ্যে।'

'হায় ঈশ্বর!'

'এখনই অবাক হয়ে গেলেন? এ-তো কিছুই নয়।'

'কিছু নয়? আপনি বলছেন, এগুলোও কিছু নয়?'

আমি বলতে চাইছি, আরও যেসব জিনিস আছে এখানে, সেগুলোর তুলনায় তেমন কিছু ভয়ঙ্কর নয় নেকরোজিন। ওই যে সিলিণ্ডারগুলো দেখছেন, আপাতদৃষ্টিতে কিছু মনে না হলেও–ওগুলোর ভেতরেই আছে ক্রোক পয়জন। আমার মিউজিয়ামটা দেখবেন? অদ্ভুত কিছু নমুনা রেখেছি সেখানে।'

'কীসের নমুনা?'

'মানুষের। চলুন না, খুব মজা লাগবে আপনার। দুর্ঘটনাবশত ক্রোক পয়জন পড়ে গিয়েছিল তিনজন লোকের ওপর। গলতে গলতে এমন অবস্থা হয়েছিল, তিনজনের দেহ একত্রে রাখা হয়েছে একটা টেস্টটিউবের ভেতরে–দেখতে অনেকটা তরল কার্বনের মত। নেকরোজিন গ্যাসের কার্যকারিতাও দেখতে পাবেন ওখানে। এই গ্যাসের শিকার হয়ে কয়েকজন লোক নিজেদের শরীরকে বাঁকাতে বাঁকাতে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে, ওস্তাদ অ্যাক্রোব্যাট সারাজীবন ধরে চেষ্টা করলেও যা পারবে না। ওদের একজন শরীর বাঁকাতে বাঁকাতে মাথাটা নিয়ে গিয়েছিল পিঠের পেছন দিকে। মরার আগে নিজের পিঠের খানিকটা মাংস খেয়ে ফেলেছে বেচারি। এসব কথা বিশ্বাস হবার মত নয়। তার চেয়ে চলুন, নিজের চোখেই দেখবেন।'

'না! না! আপনার কথা বিশ্বাস করেছি আমি। না! দেখার কোন প্রয়োজন নেই।'

'অন্তত যে গ্যাসটা কিনতে চাইছেন, সেটার কার্যকারিতা আপনার দেখা উচিত।'

'আমার বিশেষজ্ঞরা দেখলেই হবে। আমি...'

'আপনি পরে আসতে চান বিজয়ীর বেশে, তাই না?' হাসল সারেক। 'ব্যাপারটা মন্দ ভাবেননি। চলুন, ডিসইন্টেগ্রল দেখাই আপনাকে।'

মোটা পশমী কাপড়ে মোড়া, লম্বা একটা সাদা ঘরের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলল দুজনে। ছোট ছোট বাদামি রঙের বোতলের সারির দিকে আঙুল নির্দেশ করল সারেক। 'ডিসইন্টেগ্রল। অনেক গবেষণার পর ডিসইন্টেগ্রল-অপরিবাহী একটা পদার্থ আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছি আমরা—সেকুরাইট। বোতলগুলো আমরা তৈরি করেছি সেকুরাইট দিয়ে।' একটা বোতল হাতে তুলে নিল সারেক। লাফিয়ে পেছনদিকে সরে গেলেন ডিকটেটর। 'ওহ্ হো, ফুয়ারবচ, ভয় পাবার কিছু নেই; এই দেখুন—' বোতলটা মেঝেতে ফেলে দিল সারেক। একটা লাফ দিয়েই স্থির হয়ে গেল বোতলটা; এবার পাশ থেকে ওটাকে লাথি কষাল সারেক। 'কর্ক না খোলা পর্যন্ত কোনও শিশু এটা নিয়ে খেললেও ভয়ের কিছু নেই। এমনকী কামড়ালেও কোন যায় আসে না... এবার আসুন...'

'আমি ফিরে যেতে চাই,' বললেন ফুয়ারবচ।

'আসুন বলছি,' ধমকে উঠল সারেক।

পেছনদিকে তাকালেন ফুয়ারবচ। নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেছে অটোমেটিক দরজাগুলো। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল তাঁর। এগোনোর জন্যে আবার ইশারা করল সারেক; প্রায় অন্ধের মত অনুসরণ করে চললেন ফুয়ারবচ। সামনের দিকে খুলে গেল একটা দরজা। 'গ্যাস ডিপার্টমেন্ট,' বলল সারেক।

লুকানো আলোর নীল ছটা এসে পড়েছে ঘরটাতে। ভীষণ উঁচু আর লম্বা সেই ঘরের এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কাচের সব বেঞ্চ। উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ছে বেঞ্চগুলো থেকে। আর, ওগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে মুখোশ পরা কিছু লোক চুপচাপ একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে যার যার সামনে রাখা বোতলের দিকে। সারেক বললো, 'এদের দেখে আপনার হয়তো ঠিক পছন্দ হবে না। কিন্তু মানুষ মারার যত রকম কৌশল হতে পারে, সব এদের নখদর্পণে।' এইসময় তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল ছোটখাট একজন মানুষ। স্কুল ছাত্রের মত দেখতে, মুখোশের ভেতর থেকে ফুয়ারবচের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে বড় বড়, নীল, বালকসুলভ একজোড়া চোখ। 'নেক্রোস,' আবার বলল সারেক। 'এখানকার সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক, ইনিই আবিষ্কার করেছেন নেকরোজিন।'

মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন নেক্রোস। 'ধন্যবাদ, মহামান্য সারেক,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ফুয়ারবচের কানে শোনাল মোরগের ডাকের মত।

'নতুন গ্যাসটার কাজ কেমন চলছে, নেক্রোস?'

'চমৎকার।'

'তৈরি তো প্রায় শেষ, তাই না?'

'প্রায় শেষ নয়–শেষ। পৃথিবীতে কোনোদিনই ওটার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না।'

'আমাকে আগে খবর দেননি কেন?'

'কাজটা আজই শেষ হলো। তা ছাড়া–'

'গ্যাসটা ভাল তো?'

'এই গ্যাস ভয়ঙ্করের শেষ কথা!'

'চমৎকার!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সারেক।

'এটার তুলনায় নেকরোজিন রাতের কুয়াশার মত সুন্দর।'

'সত্যি!' অট্টহাসি দিয়ে উঠল সারেক। 'আবিষ্কারের কোন শেষ নেই। আগামীতে নিশ্চয় এরচেয়েও ভয়ঙ্কর জিনিস আবিষ্কার করবেন আপনি! তো, গ্যাসটার কার্যকারিতা কেমন দেখলেন?'

'পরীক্ষা চালিয়েছি একটা ইঁদুর, একটা গিনিপিগ, একটা শিম্পাঞ্জি আর–দুর্ভাগ্যবশত–একজন মানুষের ওপর।'

'কে?'

'মিশা। বেচারি মিশা।'

'যাক গে, কী হলো বলেন?'

'গ্যাসটার কাজ হলো, সরাসরি মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রগুলো আক্রমণ করা। ইঁদুরটা গ্যাস শোঁকার পর গোল হয়ে ঘুরল পাঁচমিনিট ধরে, তারপর খেতে শুরু করল নিজের মাংস।'

'চমৎকার! অন্য প্রাণীগুলো?'

'গিনিপিগটাও বৃত্ত তৈরি করে গোল হয়ে ঘুরল, তারপর কামড়াতে কামড়াতে শেষ করে দিল নিজেকে। শিম্পাঞ্জিটা খানিকক্ষণ গোল হয়ে ঘোরার পর খাঁচার শিকে মাথা ঠুকতে লাগল, দেখতে দেখতে গলগল করে বেরিয়ে এল মগজ।'

'মিশা?'

'একঘণ্টা গোল হয়ে ঘোরার পর টেনে টেনে নিজের চামড়া ছিঁড়তে লাগল সে।'

'অপূর্ব! আপনি তখন কী করলেন?'

'মহামান্য, হাজার হলেও মিশা আমার বন্ধু। ওর এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সারাজীবনের মত সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছি ওকে। মহামান্য, গ্যাসটা আমি আবিষ্কার করেছি আরও আগেই। কিন্তু একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না বলে আপনাকে খবর দিতে পারিনি।'

'কী, কী নিশ্চিত হতে পারেননি?'

'মহামান্য, ওটাকে ধরে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'কী বলতে চান আপনি?'

'গ্যাসটা যে কোনও জিনিস ভেদ করে যায়, এমনকী কাচও।'

'তা হলে ওটাকে আটকাবেন কীভাবে?'

'মহামান্য!' চিৎকার দিয়ে কেঁদে ফেললেন নেক্রোস। 'মুশকিলটা তো

ওখানেই–আটকাতে পারিনি আমি। বেরিয়ে গেছে সমস্ত গ্যাস!'

কবরের স্তব্ধতা নেমে এল জায়গাটায়। গোটা ল্যাবরেটরিটা যেন চাকার মত বন বন করে ঘুরছিল ফুয়ারবচের মাথার ভেতর, হঠাৎ বজ্রের মত তাঁর কানে আছড়ে পড়ল সারেকের কণ্ঠস্বর: 'ফুয়ারবচ... আপনি কিন্তু গোল হয়ে ঘুরছেন।'

চোখ পিট পিট করলেন ফুয়ারবচ। সারেক এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে; তারপর চলে গেল; আবার ফিরে এল। মাথা ঘোরালেন তিনি। খুব সতর্কতার সাথে পা ফেলে ফেলে গোল হয়ে ঘুরছে সারেক, পেছনে পেছনে নেক্রোস আর বীভৎস চেহারার ডক্টর ক্রোক। কোথায় যেন দড়াম করে খুলে গেল একটা দরজা। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সারেক–তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী সে হাসি। অন্য দুজনও হেসে উঠল হা হা করে... মাথাটা কেমন যেন চক্কর দিয়ে উঠল ফুয়ারবচের। কে যেন কাঁটা দিয়ে খোঁচাচ্ছে মগজের ভেতরে, ক্ষত জিহ্বাতে সোডা ওয়াটার পড়ার মত জ্বালা করে উঠল গোটা মাথাটা... হা হা করে হেসে উঠলেন তিনিও। তারপর আবার তাকাতেই দেখলেন, বাদামী ছোট ছোট বোতলে সারেকের দু-হাত ভর্তি। প্রাণপণে বোতলের কর্ক খোলার চেষ্টা করছে সে।

হঠাৎ সমস্ত জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ধেই ধেই করে নাচার একটা তীব্র ইচ্ছে জাগল। ফুয়ারবচের। মুখোশ খুলে ফেলে দিলেন তিনি; তারপর গ্যাস-প্রুফ সুট। 'আমাকেও একটু দাও!' বলে চিৎকার করে সারেকের হাত থেকে কেড়ে নিলেন একটা বোতল।

ডিসইন্টেগ্রল বেশ তেতো। খনিকটা খেয়ে খানিকটা থু থু করে ফেলে দিলেন ফুয়ারবচ; তারপর হাতের তালুতে খানিকটা নিয়ে মাখতে লাগলেন মাথায়।

জীবনে শেষ কণ্ঠটা ফুয়ারবচের কানে এল, তা সারেকের :

'দেখো! দেখো! দেখো! বৃত্ত তৈরি করে গোল হয়ে ঘুরছে সবাই! হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা হাহাহাহাহাহা-হা! ওহ্, যা একখানা শব্দ হবে–বুম।'

এবার ফুয়ারবচের ইচ্ছে হলো, হাতের আঙুলগুলো একে একে উপড়ে ফেলে দূরে ছুড়ে দেয়ার...

সেদিন বিকেল তিনটেয় দূরের শহরগুলোর সাইজমগ্রাফে ধরা পড়ল ভয়াবহ এক ভূমিকম্পের সঙ্কেত। সাড়ে তিনটেয় খবর পাওয়া গেল, যেখানে একটা শহর ছিল, এখন সেখানে মুখ ব্যাদান করে আছে এক মাইলব্যাপী একটা বিশাল গহ্বর। এই ঘটনার পরে তিনমাস জুড়ে জায়গাটার ওপর দিয়ে অতি ক্ষুদ্র ধূলি-কণার মেঘ উড়ে যাওয়ার ফলে সেখানকার সূর্যাস্তের দৃশ্যটা হলো অপরূপ।

আর, সম্ভবত ওই ধূলিকণার মেঘের সাথে মিশেই উড়ে গিয়েছিল সারেক।

***